আঁধিকার

Released: 12-1-1939

নিউ থিয়েটার্সের

নূতন চিত্র-কথা

অধিকার

THE NEW THEATRES LIMITED

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড

১৭২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট :: কলিকাতা

'অধিকার' চরিত্র

ইন্দিরা	...	যমুনা
রাধা	...	মেনকা
নিখিলেশ	...	বড়ুয়া
রতন	...	পাহাড়ী
সোহাগী	...	রাজলক্ষ্মী
বেহারী	...	পঙ্কজ মল্লিক
অম্বিকাপ্রসাদ	...	শৈলেন চৌধুরী
গনেশ	...	ইন্দু মুখার্জ্জি
রেবা	...	চিত্রলেখা
রাম দা	...	মন্টু মুখার্জ্জি
পিসিমা	...	উষাবতী

পরিচালক : প্রমথেশ বড়ুয়া — রসায়নাগারাধ্যক্ষ : সুবোধ গাঙ্গুলী

চিত্র-শিল্পী : ইউসুফ মুলজী — চিত্র-সম্পাদক : কালী রাহা

শব্দ-যন্ত্রী : অতুল চ্যাটার্জ্জি — সংলাপ ও সঙ্গীত রচনা : অজয় ভট্টাচার্য্য

সুর-শিল্পী : তিমিরবরণ — সেট : অর্জ্জুন রায়

প্রবর্দ্ধক : যতীন মিত্র

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : বিভূতি চক্রবর্ত্তী, সৌমেন মুখার্জ্জি, বেণু লাহিড়ী

সঙ্গীত পরিচালনায় : প্রতাপ মজুমদার এবং হরিপদ রায়

ব্যবস্থাপনায় : শ্যাম লাহা এবং শৈলেন মান্না

চিত্র-শিল্পে : সুধীন মজুমদার

সেট নির্ম্মাণে : তারক বসু

শব্দ-যন্ত্রে : মণি বসু

অধিকার

(কাহিনী)

সহরের-প্রান্তে বস্তী

সেখানে আবর্জ্জনা, সেখানে দৈন্য। সেখানে সংস্কৃতিহীন জীবন ধারণের অসভ্য কদর্য্যতা

সেখানে বাস করে রাধা বলিয়া একটী মেয়ে। তার দেহে ছিল যৌবনোজ্জ্বল রূপ। পাড়া-সম্পর্কিতা এক পিসিমার অভিভাবকত্বে পালিতা হইয়া আজ সে সেই বৃদ্ধার তত্ত্বাবধান করিতেছে। আর তত্ত্বাবধান করে রতন বলিয়া একটী যুবকের। রতন ছিল ইন্দিরার পিতৃবন্ধু সলিসিটর অম্বিকাপ্রসাদের মুহুরী। বন্ধুর সহিত এই বস্তীতে ঘর লইয়া থাকে।

প্রাপ্তযৌবনা রাধা এবং অবিবাহিত রতনকে লইয়া কানা-ঘুষা হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু বস্তীর কানাঘুষায় উত্তাপ যদি বা থাকে, আভিজাত্য থাকে না। খবরের কাগজে সে কলঙ্ক ছাপা হয় না। রাধা ও রতন নিশ্চিন্ত। কেমন করিয়া রাধা জানিতে পারে, তাহার পিতৃপরিচয়ের কথা। জানিতে পারে, সে আভিজাত্যগর্ব্বিতা, ঐশ্বর্য্য-শালিনী ইন্দিরার বোন। জানিতে পারে, সে পিতৃসম্পত্তির অর্দ্ধেক-অধিকারিণী।

অনুসন্ধানের সূত্র ধরিয়া সে সলিসিটর অম্বিকাপ্রসাদের নিকট হাজির হইয়া নিজের স্পর্দ্ধিত দাবী জানায়!

অম্বিকা প্রসাদ হাসিয়া অস্থির। রাধা বলিল,—'এই কি বিচার?'

অম্বিকা বলিলেন,—'ইহাই নিয়ম'।

রাধা জিজ্ঞাসা করিল, "ধর্ম্ম, ভগবান, এসব কি নাই?"

অম্বিকা সহজভাবে বলিলেন,—ঐ দু'টা জিনিষের সাক্ষাৎ এই পৃথিবীতে যেদিন পাইবে, সেদিন আবার আসিয়া তোমার দাবী জানাইও।"

রাধা ফিরিয়া যায়।

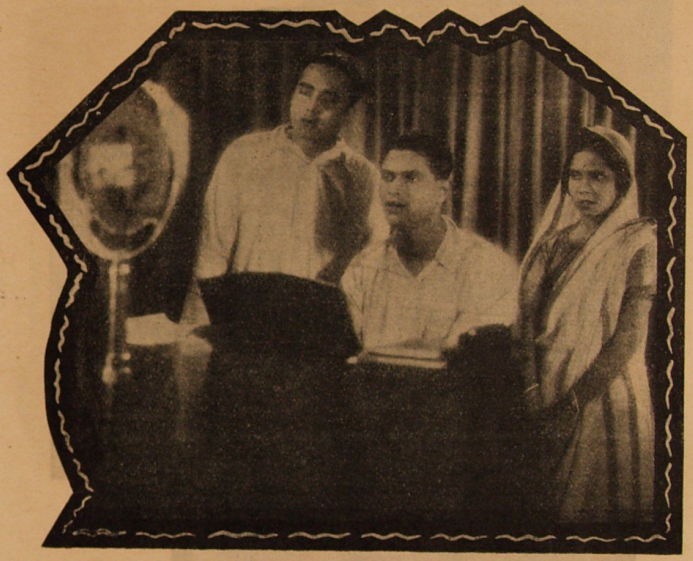

সহরের মধ্যে বাস করিত নিখিলেশ ও ইন্দিরা। দু'জনেই সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, দুজনেই শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া অম্বিকাপ্রসাদের তত্ত্বাবধানে মানুষ হইয়াছে। এখন অম্বিকাপ্রসাদের নিকট হইতে দায়ীত্ব বুঝিয়া লইবার মত বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে। নিখিলেশ এবং ইন্দিরার বিবাহের সবই ঠিক হইয়া আছে।

ইন্দিরা চিঠি পাইল রাধার নিকট হইতে। লিখিয়াছে—"বোন বলিয়া যদি মানিয়া লইতে বাধে, অনাথা বলিয়া সাহায্যও করিতে

পার।" ইন্দিরা অদম্য কৌতূহলে রাধাকে দেখিতে যায়। খবর পাইয়া অম্বিকাপ্রসাদ নিষ্ফল নিষেধ জানাইতে আসেন। নিখিলেশ সানুনয় অনুরোধ করিয়া শেষে ইন্দিরার সঙ্গে যাইতে বাধ্য হয়।

রাধা বলিল,—"তোমার বাবা, আমারও বাবা ছিলেন।"

ইন্দিরা রুষ্ট অবজ্ঞায় তাহাকে চুপ করাইয়া দেয়।

রাধা ধৈর্য্য হারাইয়া বলে,—"তোমার মত করিয়া মানুষ হইতে পাই নাই বলিয়া এত অবজ্ঞা কিসের? সুযোগ পাইলে সমান হইতাম।"

ইন্দিরা বলিয়া বসে,—"সুযোগ দিব। এসো, আমার সঙ্গে।" ইন্দিরা রাধাকে লইয়া নিজের বাড়ীতে আসে।

* * * * *

নিখিলেশ ইন্দিরার গৃহে রাধাকে সহিতে পারেনা। একজনের ত্যাগ করিবার মত উদারতা আছে বলিয়াই অপরে পরশ্রীকাতর স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া সেই উদারতার উপর বানিজ্য করিতে লোলুপ হইবে,—ইহা অসহ্য নীচতা। রাধাকে দেখিলে নিখিলেশ খোঁচা দেয়।

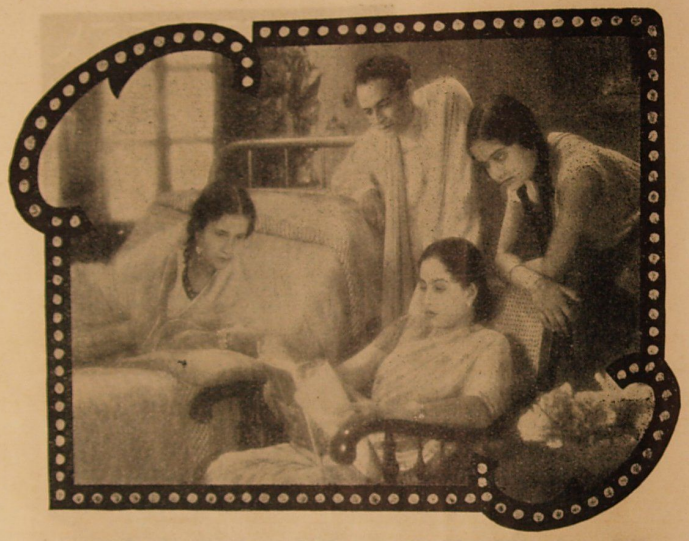

বলে,—"এই যে সাজিয়াছ ভাল,—আর একটু হইলে প্রায় ভদ্রমহিলা বলিয়া ভুল করিয়া ফেলিতাম।—"

রাধা জ্বলিতে থাকে।

অথচ নিখিলেশ শিক্ষিত, সৌন্দর্য্যবান, আভিজাত্যগর্ব্বিত। রাধার কাছে সে লোভনীয়। রাধা রাগ-অনুরাগের দোলায় দুলিয়া সারা হয়। নিখিলেশের চিররুগ্না বোন রেবার অবাধ্যতা জয় করিয়া রাধা তাহাকে বশ করে। ইন্দিরার সম্পর্কে রেবার আক্রোশ আছে। দাদাকে সে নিজের দিকে টানিয়া লইয়া পর করিয়া দিতেছে।

নিখিলেশ রচনা করিয়াছিল এক 'মানস মন্দির'। কাব্য ও বাস্তবতা মিলাইয়া তাহা রচিত। নিখিলেশ ইন্দিরাকে বধূরূপে লইয়া সেইখানে গৃহপ্রবেশ করিবে। রাধার লুব্ধ কৌতূহল সেই গৃহের প্রবেশ পথে করাঘাত করে। কিন্তু নিখিলেশ অন্য কাহাকেও সেখানে যাইতে দিবে না।

রেবার সহায়তায় রাধা সেখানে প্রবেশ করিবার পথ পাইল। রেবার অনুরোধ নিখিলেশ ঠেলিতে পারে না।

ঘরে ঢুকিয়া রাধার মোহ হইল। অদ্ভুত সুন্দর ঘর। পাশে নিখিলেশ। রাধা স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিল,—'তুমি আমায় নাও'।

মুহ্যমান নিখিলেশ রাধার হাত চাপিয়া ধরে। সর্ব্বনাশের মুখ হইতে দুজনে ফিরিয়া আসে।

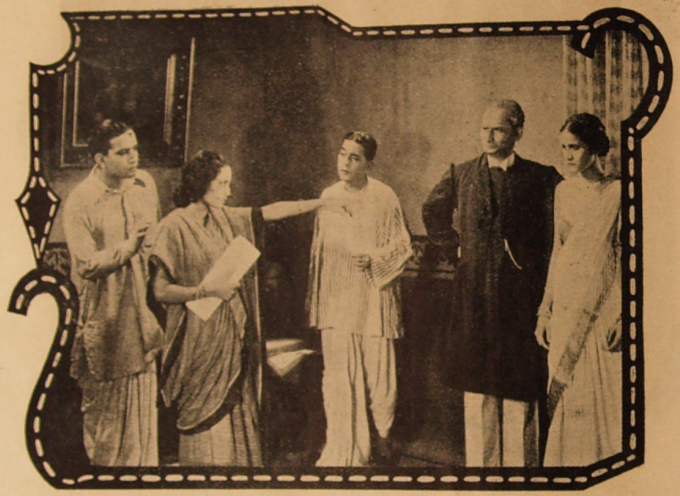

নিখিলেশ ইন্দিরাকে বলে,—'ওকে তাড়াইয়া দিবে কিনা বল।" ইন্দিরা উদার ঔদাসীন্য প্রকাশ করে।

রাধা সমস্ত পৃথিবীর উপর বিমুখ হইয়া উঠিল। সম্পত্তিশালী আভিজাত্যের উপর ঘৃণায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। সেই বস্তীর কথা আবার তাহার মনে পড়িল। ইন্দিরাকে গিয়া জানাইল,—"সুযোগ পাইয়া নিখিলেশ তাহাকে অপমান করিয়াছে!"

নিখিলেশ অস্বীকার করিল।

ইন্দিরা এই নীচ মিথ্যাভাষণের জন্য রাধাকে বস্তীতে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিল। অসহ্য জ্বালায় রাধা বলিল, "তোমার বাবা আর আমার বাবা এক ছিলেন– প্রমাণ করিতে পারি—"

ইন্দিরা বলে,—"তাহা হইলে সমস্ত সম্পত্তি তোমায় দিব।"

* * * * *

অন্ধকারের আড়ালে ইন্দিরাকে রাখিয়া রাধা অম্বিকাপ্রসাদের ঘরে প্রবেশ করে। তর্কের মধ্যে ঘরের জানালা খুলিয়া দেয়। অন্তরাল হইতে ইন্দিরা সমস্ত শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে না। ঘরে প্রবেশ

করিয়া অম্বিকাপ্রসাদকে প্রশ্ন করে, পরে গোপনে সমস্ত সম্পত্তি রাধাকে দানপত্র লিখিয়া দেয়।

রাধা বলে,—"এইবার তুমি যাও!"

চোখের জলে ভিজিয়া ইন্দিরা গৃহত্যাগ করিয়া যায়।

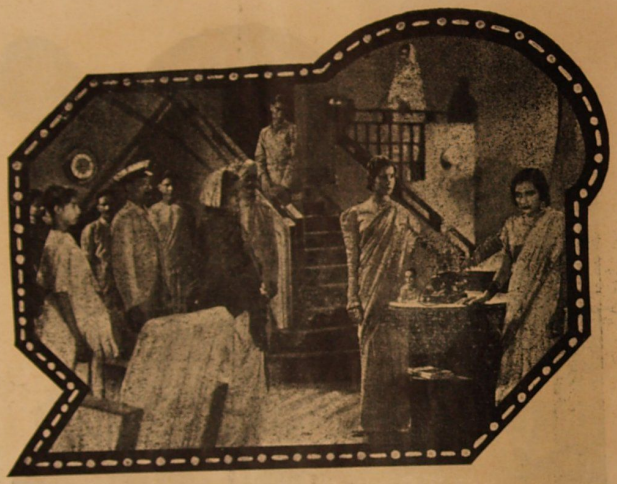

নিখিলেশ খবর পাইয়া ইন্দিরাকে খুঁজিতে যায়। অর্দ্ধপথে ফিরিয়া বাধার কাছে আসে।

রাধা বলিল,—"পয়সা হইয়াছে বলিয়া বিবাহ করিতে আসিলে নাকি ?

নিখিলেশ বলে,—"এততেও খুসী হও নাই কি ? আমাকেও চাও ?"

রাধা বলে,—"জীবনে ভোগ বেশী করি নাই বলিয়া ত্যাগ করিবার ক্ষমতা কম।"

নিখিলেশ চলিয়া যায়।

* * * * *

প্রকাণ্ড বাড়ীতে নিঃসঙ্গিনী রাধা কাহাকেও ডাকিয়া পায় না। সকলেই তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। একাকিনী রাধা উন্মাদিনীর মত বাহিরে আসে।

বস্তীতে আসিয়া দেখে—রতন চলিয়া যাইতে উদ্যত।

রাধা বলে, "আমি ফিরিয়া আসিয়াছি—"

রতন জবাব দেয়,—"তোর জাত নাই।"

দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রাধা রতনকে পিছনে ডাকে। বলে, "আর আমি বড় লোক নই, তুমি ফিরিয়া এসো।"

* * * * *

স্বপ্নপুরীতে নিখিলেশ সজল চোখে ইন্দিরাকে বলে,—"আমিও মানুষ, আমার ভুল হইয়াছিল—"

তাহার পর ?

* * * * *

অধিকার

গান

—এক—

আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া
বর্ষা আসে,
বসন্ত।
কা'রা ঐ সমুখ দিয়ে
আসে যায় খবর নিয়ে,
খুসি রই আপন মনে,
বাতাস বহে
সুমন্দ॥
সারাদিন আঁখি মেলে
দুয়ারে রবো একা
শুভখন হঠাৎ এলে
তখনি পাবো দেখা ;
ততখন ক্ষণে ক্ষণে
হাসি গাই মনে মনে,
ততখন রহি' রহি'
ভেসে আসে
সুগন্ধ।
আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আনন্দ।

—রবীন্দ্রনাথ—

— দুই —

হিয়া চাহে হিয়া সদা আঁখি চাহে দুটি আঁখি।
জীবনে জীবন চাহে আলো আনে ছায়া ডাকি॥
লতা মাগে তরুবরে বাণী চাহে তারি সুর।
পর হ'তে চায় প্রিয় ঘরে নেমে আসে দূর॥
চির মিলনের আশা ধরণীর ধূলি মাঝে।
গহীন নিশীথে ধরা আকাশেরে ডাকে লাজে॥

—অজয় ভট্টাচার্য—

— তিন —

দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কি রে ?
হাসবি তোরা বাঁচবি তোরা মরণ যদি আসেই ঘিরে !
অন্ধকারের শিশু তোরা
আলোর তৃষায় মিছে ঘোরা
আপন হৃদয় জ্বালিয়ে দিয়ে জ্বালবি সবার প্রদীপটিরে।

তোদের প্রাণে বন্দী হয়ে কাঁদে ভুখা ভগবান !
মুখে তবু খেলার বাঁশী যখন বুকে রয় পাষাণ॥
হেলায় হেসে নিলি মরণ তাইতো মরণ পেলো লাজ।
ধূলির সাথে মিশে তোরা সোণার মত হলি আজ॥

এবার যে রে প্রভাত আসে রাতের আঁধার গেল টুটে।
ভোরের আলোর তিলক পরে বাহির পানে আয়রে ছুটে
দুঃখ তোদের জয়ের মালা দুঃখ হলো মুকুট-শিরে।
বাঁধন হলো হাতের রাখী মুক্তি এলো নয়ন-নীরে॥

—অজয় ভট্টাচার্য—

— চার —

ফুলের বুকে গন্ধ সম লুকিয়ে আমি থাকবো না
সব হারাবার আনন্দ আজ সরম দিয়ে ঢাকবো না
যে পথে ঐ চাঁদ ওঠে রে বাঁব্‌লা বনের ফাঁকে
সে পথ আমায় ডাক দিয়েছে মন-ভোলানো ডাকে।
একলা চলার গভীর সুখে কাউকে সাথে ডাকবো না
যে পথে ঐ রাখাল চলে ধেনু চরে বনে
সেই পথেরি বাঁশী বাজে আমার দেহে মনে !
মনের বাঁধন খুললো যদি বাহির বাঁধন রাখবো না !

—অজয় ভট্টাচার্য—

— পাঁচ —

যদি বাদল নামে আজি তোমার নভে
লয়ে চাঁদের আশা একা জাগিও তবে॥
পথ হয়েছে হারা
তবু হয়নি সারা
ভুলি পথের ব্যথা একা আজও চলিতে হবে !
যাহা রহিল পিছে ফিরে চেওনা তারে
নব অলকা-পুরী হের সুদূর-পারে !
তব কণ্ঠ আজি
যদি না ওঠে বাজি
শেষ মিলন-গীতি তুমি গেও নীরবে॥

—অজয় ভট্টাচার্য—

— ছয় —

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন-ঘোর বরিষায় ;
এমন মেঘস্বরে, বাদল ঝরঝরে,
তপন-হীন ঘন তমসায় ॥
সে-কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার ;
দুজনে মুখোমুখী, গভীর দুখে দুখী ;
আকাশে জল ঝরে অনিবার ।
জগতে কেহ যেন নাহি আর ॥

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব ;
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে গেছে আর সব ॥

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার ?
একদা গৃহকোণে বাদল বরিষণে
দু'কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কি বা কার ?

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়
বিজুলী থেকে থেকে চমকায়
যে-কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে-কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায় ॥

—রবীন্দ্রনাথ—

— সাত —

কোথা সে খেলাঘর বিজন নদীতীরে ?
সে-পথ খুঁজি একা আকুল আঁখি-নীরে ॥
সেথা যে তুমি শুধু আমার সাথী ছিলে ।
মালিকা দেয়া ছলে পরাণ মোরে দিলে ॥
সরম-রাঙা হয়ে চাহিলে মালা ফিরে ।
বাহিরে মায়া-রাতি বাড়িল ধীরে ধীরে

তোমার মুখে ছিল শতেক শশী আঁকা
কাজল কেশে ছিল মেঘের ছায়া মাখা ॥
তুলিয়া বনফুল অলকে দিনু যবে
লুকালে কোথা হায় সজল কলরবে
কেমনে ধরে রাখি বনের হরিণীরে ?

ফুরাল রূপকথা ।
স্বপন মণি গাঁথা ॥
কিশোর লীলা শেষ কিশোর হিয়া আছে ।
পুতুল খেলা নাই পুতুল-প্রিয়া আছে
রঙীন পাখা মেলি ।
সে দিন গেল চলি ॥
গোধূলি বেলা তাই পিছনে চাহি ফিরে

—অজয় ভট্টাচার্য্য—

— আট —

মরণের মুখে রেখে দূরে যাও চলে
আবার ব্যথার টানে নিকটে ফিরাবে বলে
আঁধার আলোর পারে
খেয়া দিই বারে বারে
নিজেরে হারায়ে খুঁজি, দুলি সেই দোলে !
সকল রাগিনী বুঝি বাজাবে আমার প্রাণে

কভু ভয়ে, কভু জয়ে, কভু অপমানে মানে !
বিরহে ভরিবে সুরে
তাই রেখে দাও দূরে
মিলনে বাজিবে বাঁশী তাই টেনে আন কোলে

—রবীন্দ্রনাথ—

১৭২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড হইতে শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক প্যারী প্রেস, ৩২।৯, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।